কেস স্টাডি

এক গ্রামে এক বুড়ো ব্রাহ্মণ ছিলেন। তার নাম ছিল ভবানীচরণ ভট্টাচার্য। গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে তার খুব ভাবছিল। তারা তাঁকে বলতো ঠাকুরদা। তাদের কাছ থেকে শিখে দেশ শুদ্ধ লোকেও তাঁকে ওই নামেই ডাকতো। ছেলেরা ঠাকুরদার কাছে খুবই আদর পেতো আর তাঁকে জ্বালাতন করতো তার চেয়েও বেশি। ঠাকুরদা ভারি পন্ডিত আর বুদ্ধিমান ছিলেন। খালি এক বিষয়ে তার একটু পাগলামি ছিল, পেয়াদার নাম শুনলেই তিনি ভয়ে কেঁপে অস্থির হতেন। ছেলেরা এই কথাটি জানতো এবং তা নিয়ে তারা ভারি মজা করত। ঠাকুরদা রোজ তার চন্ডীমন্ডপের সামনে বসে পুঁথি লিখতেন। সেই সময়ে মাঝে মাঝে পাড়ার এক -একটা দুষ্টু ছেলে দাড়ি পড়ে, লাল পাগরি এঁটে ,লাঠি হাতে এসে ঘরের আড়াল থেকে গলা ভার করে বলত,"ভওয়ানী ভটচাজ কোন হ্যায়"ঠাকুরদা তা তে ভীষণ থতমত খেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে যদি লাল পাগরির খানিকটা দেখতে পেতেন তবে আর সে পাগড়ি কার মাথায়, সে কথার খবর নেওয়ার অবসর তার থাকত না। তিনি অমনি এক দৌড়ে বাড়ির ভিতরে গিয়ে একেবারে দিদিমার কাছে হাজির হতেন। ছেলেরা বলে যে তখন নাকি প্রায়ই ঠাকুরদাকে স্নান করতে হতো। কিন্তু সে বোধ হয় তাদের দুষ্টুমি।

১. ঠাকুরদাকে গ্রামের সবাই কোন নামে ডাকত?
ভবানীচরণ / ভট্টাচার্য মশাই / ঠাকুরদা / পণ্ডিতমশাই

২. ছেলেরা কেন ভবানীচরণ ভট্টাচার্যকে "ঠাকুরদা" বলে ডাকত?
তিনি গ্রামের প্রধান ছিলেন। / তিনি ছেলেদের খুব স্নেহ করতেন। / তিনি খুব ধনী ছিলেন। / তিনি শিক্ষক ছিলেন।

৩. যদি তুমি ওই গ্রামের একজন ছেলে হতে, তাহলে তোমার ঠাকুরদার সঙ্গে কী আচরণ করা উচিত ছিল?
তাঁকে আরও বেশি ভয় দেখানো। / তাঁর দুর্বলতা নিয়ে মজা করা। / তাঁকে সম্মান করা ও ভয় না দেখানো। / তাঁর কথা না শোনা।

৪. ছেলেরা কীভাবে ঠাকুরদাকে ভয় দেখাত?
বাঘের মুখোশ পরে
লাল পাগড়ি পরে পেয়াদার মতো সেজে
/ ভূতের সাজে/ রাজা সেজে

৫. ঠাকুরদা লাল পাগড়ি দেখামাত্র কী করতেন?
ছেলেদের ধরতে যেতেন/চুপ করে বসে থাকতেন/দৌড়ে বাড়ির ভিতরে চলে যেতেন/হাসতে শুরু করতেন।

৬. গল্পটি থেকে কোন শিক্ষাটি পাওয়া যায়?
মানুষের দুর্বলতা নিয়ে হাসাহাসি করা উচিত। / বয়স্ক মানুষকে সম্মান করা উচিত। / সবাইকে ভয় দেখানো উচিত। / মিথ্যা বলা ভালো।

৭. মন্তব্য: ঠাকুরদা চণ্ডীমণ্ডপের সামনে বসে পুঁথি লিখতেন।
কারণ: তিনি ছিলেন একজন পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তি।
মন্তব্য ও কারণ উভয়ই ঠিক। / মন্তব্য ও কারণ উভয়ই ভুল। / মন্তব্য ঠিক, কারণ ভুল। / মন্তব্য ভুল, কারণ ঠিক।

৮. মন্তব্য: মানুষের দুর্বলতা নিয়ে মজা করা উচিত নয়।
কারণ: মানুষকে কখনো ছোট করে দেখা উচিত নয়।
মন্তব্য ও কারণ উভয়ই ঠিক। / মন্তব্য ও কারণ উভয়ই ভুল। / মন্তব্য ঠিক, কারণ ভুল। / মন্তব্য ভুল, কারণ ঠিক।